৯ যাকাত ৬

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত মানুষকে দুইটা নিয়ামত দিয়ে রেখেছেন- জান আর মাল । তিনি সাথে সাথে এই জান ও মালের আহ্কামও বাতলিয়ে দিয়েছেন । যখন আহ্কাম মত এই জান আর মাল ব্যবহৃত হবে তখনই আল্লাহ্র দেয়া এই নেয়ামতের পরিপূর্ণ শুকরিয়া আদায় হবে । জানের আহ্কাম পালনের জন্য শরীর এবং রুহ্ দুটোকেই খাটাতে হয় যাকে আমরা শারীরিক এবাদত বলি । আর এই এবাদত এক জনের হয়ে অন্য জন আদায় করতে পারে না, যেমন -নামায, রোজা ইত্যাদি । অপর পক্ষে মাল খরচের মাধ্যমে যে এবাদত তাকে বলে মালি এবাদত, এর উদ্দেশ্য হলো গরীবের কাছে সাহায্য পৌঁছানো । এ ক্ষেত্রে অনুমতি স্বাপেক্ষে একজনের হয়ে অন্যজনও তা আদায় করে দিতে পারে যেমন- যাকাত, ফেতরা ইত্যাদি । আল্লাহ্ পাকের দ্বিতীয় নেয়ামত মাল এবং তার আহ্কাম নিয়েই আজকের আলোচনা ।

আললাহ্পাক এই দুনিয়ায় মানুষকে মাল দিয়েছেন কিন্তু এর মালিক বানাননি বরং নিয়ম মত এর রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন । এই মালের অধিকারী তার যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে জমা/খরচ করতে পারেন না । বরং এ মালের আসল মালিক আল্লাহ্ যেভাবে এগুলো ব্যবহার করতে বলেছেন ঠিক সেভাবেই ওগুলো জমাখরচের এখতিয়ার মানুষকে দেয়া হয়েছে । যেমন আল্লাহ্পাক কুর’আনে বলেছেন-

وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ○ (সূরা হাদীদ - ৭)

‘‘আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর ।’’

তোমরা ইচছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গন্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে । সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্ তা’আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশতঃ কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন । এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না । সর্বতোভাবে আল্লাহ্রই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে । তাই এই মূহুর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহ্র নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে । এভাবে যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে যাবে ।

আল্লাহ্পাক যদি আমাদেরকে এই পার্থিব জিনিষের মালিক বানাতেন তাহলে তিনি তা আর ফেরৎ নিতে পারতেন না । যেমন তিনি আমাদের বিষয় সম্পত্তি, বালবাচ্চা, আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ও জীবন দিয়েছেন এবং যখনই ইচ্ছা তিনি এগুলো ফিরিয়ে নিতে পারেন আর তা নিচ্ছেনও । আর যদি তিনি আমাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়ে দিতেন আর ফেরৎ নিতেন, তবে সেটা হতো জুলুম । আল্লাহ্ কখনই জুলুম করতে পারেন না । প্রায় প্রত্যেক সূরাতেই এ ঘোষনা দেয়া হয়েছে যে তিনি আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিক । আর মালিকানা যখন তার আমাদের বিষয় বৈভব, ধনসম্পদ, বালবাচ্চা, শরীর স্বাস্থ্য ও জীবন তার যখন খুশী ফেরৎ নেবার পূর্ণ এখতিয়ার তাঁর আছে । উপরন্ত মালিকানা যেহেতু তার, তার কথা মতই পার্থিব সমস্ত মালের ব্যবহার হতে হবে যেমন তিনি উপরের আয়াতে বলেছেন ।

সমস্ত মালের মালিক আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে তার দেওয়া মাল থেকে যাকাত, ফেতরা ও অন্যান্য দান খয়রাৎ করতে বলেন তবে এতে মনের অজান্তেও ট্যাক্স এর খেয়াল আসা উচিৎ নয় । নামায যেমন একটি এবাদত সদকাও একটি এবাদত । এখানে ট্যাক্স এর ধারনা আসতেই মন ফাঁকফোকড় খুঁজতে শুরু করবে কিভাবে যাকাত ফেতরা থেকে বাঁচা যায় । নামায একটি উত্তম

এবাদত এবং এর বদলা আমরা আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে পাব বলে নির্দ্ধারিত ফরজ রাকাত গুলো ছাড়াও প্রত্যেক ওয়াক্তেই আমরা সুন্নাত ও নফল নামায পড়ে থাকি । তেমনি যাকাতকে এবাদত মনে করতে পারলে যাকাত আদায় করাই শুধু সহজ হবে না বরং নির্দ্ধারিত ২.৫% এর বাইরেও নফল দান খয়রাতের মাধ্যমে মানষিক তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব হবে । কেননা সদকা দেওয়া কারো প্রতি করুণা বা কৃপা করা নয় বরং নিজেরই আখেরাতের এ্যাকাউন্টে বিশাল আকারে জমা রাখা যার বদলা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আর বেহেশ্‌তের অফুরন্ত শান্তি ।

আল্লাহ্‌পাক কুর'আন কারিমের আরেক জায়গায় হুজুরকে লক্ষ্য করে বলেন-

''আপনি মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত নিন এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করুন আর তাদেরকে খুব দোয়া দিন ।''

এখানে যাকাত নিতে বলায় হুজুরের জাতকে যাকাত নিতে বলা হয়নি বরং মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে তা নির্দ্ধারিত খাতে ব্যয় করতে বলা হয়েছে । হুজুর এবং উনার বংশীয় কারো জন্য যাকাত নেওয়া হারাম করা হয়েছে । আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের ময়লা দূর হয়, কথাটা ঠিক নয় বরং উপরক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় যে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে যাকাত আদায়কারীর ময়লা দূর হয় । যে হুজুর (সাঃ) এর সাফায়াত ছাড়া কারোই নাজাত হবে না, উনাকে আল্লাহ্‌পাক বলছেন যে তুমি যাকাত আদায়কারীদের জন্য দোয়া দাও । অতএব যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা হুজুরের সাফায়াতের আসা করতে পারি ইনশাল্লাহ্‌ ।

দান খয়রাতের মন মানষিকতা তৈরী করার জন্য নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আল্লাহ্‌র সাহায্য একান্ত ভাবে কাম্য । যেমন নীচের আয়াতে বলা হয়েছে-

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ○ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○

(সূরা আশ্‌-শামস্‌ - ৮-১০)

''অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন । সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে । এবং সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে, যে নিজেকে কলুষাচছন্ন করবে ।''

আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎকর্ম ও সৎকর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন । উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ তাআলা গোনাহ্‌ ও এবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা এবাদতের পথ । যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সোয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয় ।

যাকাত আদায় করা ফরজ আর ফেতরা আদায় করা ওয়াজেব । তবে এই দুই সদকা আদায় করাই সমপর্য্যায়ের জরুরী । যাকাত এবং ফেতরা ছাড়া অন্য সমস্ত সদকাই নফল । যাকাত ফরজ বা ফেতরা ওয়াজেব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমান মালের মালিক হওয়া জরুরী যাকে নিসাব বলে । নিসাব দু'ধরনের- বড় নিসাব ও ছোট নিসাব ।

বড় নিসাবঃ

চাঁদি ৫২.৫ তোলা = ৬১২ গ্রাম = ২০০ দিরহাম । (১ তোলা=১১.৬৬ গ্রাম)
সোনা ৭.৫ তোলা = ৮৭.১৩ গ্রাম = ২০ মিশ্‌কাল ।

এই নিসাব নির্নয়ের জন্য কেবল মাত্র ৪ ধরনের জিনিস হিসাবে ধরা হবে । যেগুলো হলো- সোনা, চাঁদি, ব্যবসার জিনিসপত্র ও কারেন্সি ।

সোনাঃ সোনায় খাদের পরিমান ৫০% এর কম হলে পূরো ধাতুটাই সোনা হিসাবে ওজন করতে হবে আর খাদের পরিমান ৫০% এর বেশী হলে সম্পূর্ণ ধাতুই খাদ বলে গন্য হবে, নিসাবের হিসাবে এই ধাতুকে ধরা যাবে না । ৫০% এর কম খাদ থাকলে খাদ সহ ঐ সোনার বাজার মূল্য ধরে নিসাবের হিসাব করতে হবে ।

চাঁদিঃ চাঁদিতে খাদের পরিমান ৫০% এর কম হলে পূরো ধাতুই চাঁদি হিসাবে গন্য হবে । খাদ ৫০% এর বেশী হলে পূরোটাই খাদ ধরা হবে এবং তা নিসাবের হিসাবে আসবে না । খাদ ৫০% এর কম হলে খাদ সহ তার বাজার মূল্য ধরে নিসাবের হিসাব করতে হবে ।

ব্যবসার জিনিসপত্রঃ কারখানার মেশিনপত্র ও দোকানের আসবাবপত্র এই হিসাবে আসবে না তবে কাঁচামাল ও ফিনিস্ড্ প্রোডাক্ট এর মূল্য ধরতে হবে । বাড়ী ঘরের হিসাব এখানে আসবে না তবে বাড়ী বেচা কেনা'ই যদি ব্যবসা হয়, তবে বাড়ীর মূল্য এই হিসাবে ধরতে হবে । প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া সব সময়ই হিসাবে আসবে । নিজের জমির উৎপাদিত ফসল ও নিজ ফার্মের মুরগীর ডিম বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত এই হিসাবে আসবে না ।

কারেন্সিঃ পৃথিবীর যে কোন ধরনের কারেন্সি কাছে থাকলে, ব্যাংক এ থাকলে বা কারো কাছে পাওনা থাকলে তা হিসাবে ধরতে হবে ।

উপরে বর্নিত এই চার ধরনের জিনিসের আলাদা আলাদা মূল্য নির্দ্ধারন করে তাদের যোগ করতে হবে । এখন কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে তা পূর্বের যোগফলের সাথে যোগ আর কেউ কিছু পাওনা থাকলে তা বিয়োগ করতে হবে । এখন যে পরিমান পাওয়া গেল ইহাই নিজ অধিকারে থাকা বিষয় সম্পদের মোট মূল্য । এই মোট মূল্য যদি ৬১২ গ্রাম চাঁদি এবং ৮৭.১৩ গ্রাম সোনার মধ্যে যেটার মূল্য কম তার সমান অথবা বেশী হয় তবে এর মালিককে বড় নিসাবের মালিক বলা হবে । কেউ যেদিন প্রথম নিসাব পরিমান মালের অধিকারি হয় সেদিন থেকে এক বছর পর তার উপর যাকাত ফরজ হয় । মধ্যবর্তী সময়ে মালের ঘাট বাড়তির জন্য নিসাবের হিসাব পূনঃ নির্নয়ের প্রয়োজন পড়ে না ।

বড় নিসাবের মালিকের উপর শরীয়তের ৬টি আহ্কামঃ

১. যাকাত ফরজ ।
২. সদকায়ে ফিতির ওয়াজেব ।
৩. কোরবানী ওয়াজেব ।
৪. হজ্ব ফরজ ।
৫. যাকাত নেওয়া হারাম (কেউ দিলে তা কবুল হবে না) ।
৬. দাদা এবং নানার বংশে উপরের দিকে যাদের সাথে বিয়ে হারাম যেমন চাচা, মামা, ফুফু, খালা ইত্যাদি ইনারা কেউ অভাবগ্রস্ত হলে বা উপার্জনে সক্ষম না হলে তাদের ভরন পোষনের দায়িত্ব ওয়াজেব । এমনকি বিয়ে হালাল সম্পর্কীয় আত্মীয়ও যদি ওয়ারিস হয় তবে তারও ভরন পোষন ওয়াজেব ।

ছোট নিসাবঃ নিজের জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস বাদ দিয়ে অন্যান্য যাবতীয় সমূদয় জিনিস এই নিসাবের হিসাবে আসবে । যেমন জীবন ধারনের খরচা আসে এমন পরিমান জমি বাদে যে অতিরিক্ত জমি আছে তা এবং যতটুকু বাড়ীর বাড়ীভাড়া থেকে প্রয়োজনীয় খরচাদি

চলে অতটুকু বাড়ী বাদে বাকী বাড়ীর মূল্য এই হিসাবে ধরতে হবে । এমনকি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র, রেডিও, টিভি ইত্যাদি এই নিসাব নির্নয়ের হিসাবে আনতে হবে । এই সমূদয় জিনিসের একত্রিত মূল্য যদি ৬১২ গ্রাম চাঁদি এবং ৮৭.১৩ গ্রাম সোনার মধ্যে যেটার মূল্য কম তার সমান অথবা বেশী হয় তবে এর মালিককে ছোট নিসাবের মালিক বলা হবে ।

এই ছোট নিসাবের মালিক যিনি হবেন তার উপর শরীয়তের ৫টি আহ্কাম হলোঃ

১. সদকায়ে ফিতির ওয়াজেব ।
২. কোরবানী ওয়াজেব ।
৩. হজ্ব ফরজ ।
৪. যাকাত নেওয়া হারাম (কেউ দিলে তা কবুল হবে না) ।
৫. দাদা এবং নানার বংশে উপরের দিকে যাদের সাথে বিয়ে হারাম যেমন চাচা, মামা, ফুফু, খালা ইত্যাদি ইনারা কেউ অভাবগ্রস্ত হলে বা উপার্জনে সক্ষম না হলে তাদের ভরন পোষনের দায়িত্ব ওয়াজেব । এমনকি বিয়ে হালাল সম্পর্কীয় আত্মীয়ও যদি ওয়ারিস হয় তবে তারও ভরন পোষন ওয়াজেব ।

বড় নিসাবের মালিক তার রক্ষিত মালের ৪০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ২.৫% যাকাত হিসেবে বের করবেন । যাকাত বন্টনের খাতগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ।

اِنَّمَاالصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى

الرِّقَابِ وَالْغٰرِ مِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (সূরা তাওবাহ্ - ৬০)

‘‘যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্র পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে- এই হলো আল্লাহ্র বিধান । আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । ’’

যাকাত বন্টনের সময় কোন ব্যক্তি যাকাতের সঠিক হকদার কিনা তা যাচাই করতে হবে এবং সঠিক জানা না গেলে মন যদি সায় দেয় যে একে যাকাত দেয়া যেতে পারে তবে তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে । পরে যদি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে আসলে যাকাত গ্রহনের হকদার ছিলনা তখন তাকে জানিয়ে দিতে হবে যে তাকে দেওয়া সেই টাকা/জিনিস গুলো যাকাতের অংশ ছিল ।

হাদিসঃ হজরত মা’আন (রাঃ) একবার তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে একজনকে ১টি দিনার দেন । ঐ ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে এক জীর্ণশীর্ণ নওজোয়ানকে দেখতে পান ও তাকে ঐ দিনারটি দেন । এই নওজোয়ান ছিল হজরত মা’আন (রাঃ) এরই ছেলে হজরত ইয়াজিদ (রাঃ) । সে দিনার পেয়ে খুশীতে তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে আব্বাকে বলে যে আমি একটা দিনার পেয়েছি । হজরত মা’আন বলেন এ দিনারতো আমারই দেওয়া, আমি যাকাত আদায়ের জন্য ওটা দিয়েছিলাম । ওটা ফেরৎ দাও আমি অন্য কাউকেও তা দেব । ছেলে কিছুতেই দিনার দিতে রাজি না হলে ঘটনা হুজুর (সাঃ) এর কাছ পর্যন্ত গড়ায় । হুজুর (সাঃ) মা’আন কে বলেন তোমার সদকা আদায় হয়ে গেছে আর ইয়াজিদকে বলেন দিনার তুমি পেয়ে গেছ এটা তোমারই ।

গরীব আত্মীয়কে যাকাত দেওয়া সবচেয়ে উত্তম । আত্মীয়কে সাহায্য করা এটা তার হক । তাই এক্ষেত্রে দ্বিগুন সোয়াব, এক. হক আদায়ের, দুই. সদকা আদায়ের । প্রয়োজন না থাকলে যাকাত দেবার সময় যাকাত উল্লেখ করে বলে দিতে হবে এমন কোন শর্ত নেই ।

সাত প্রকারের লোককে যাকাত দেয়া জায়েয নয়ঃ

১. বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও তাদের বাবা-মা ।
২. সন্তান-সন্ততি, পৌত্র, পৌত্রী, নাতী-নাতনী ও নীচের দিকে ।
৩. স্বামী ।
৪. স্ত্রী ।
৫. নেসাবধারী সচ্ছল যে কোন ব্যক্তি ।
৬. অমুসলিম ।
৭. বনী হাশিমের বংশধরঃ হজরত আব্বাস (রাঃ), হারেস ও আবু তালিবের বংশধর ।

কারো কাছে হাত পাতা ইসলামের শিক্ষা নয়, তবে আত্মীয় স্বজন বা অন্য কেউ বেকায়দায় পড়ে সাহায্য চাইলে আমাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও ইসলাম পরিপন্থি ।

হাদিসঃ কারো কাছে চাইবে না । নিরুপায় হয়ে যদি চাইতেই হয় তবে যার চেহারা সুন্দর তার কাছে চাইবে ।

وَاَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ○

(সূরা বণী ইস্রাঈল - ২৮)

‘‘আর তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা লাভের প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে থাকো তখন তাদেরকে যদি বিমুখই কর, তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো ।’’

আত্নীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের কেউ যদি তোমার কাছে কিছু চেয়ে বসে এবং ঐ সময় তোমার হাতে কিছুই না থাকে, আর এই কারণে তোমাকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তবে তাকে নরম কথায় বিদায় করতে হবে ।

একজনের পক্ষ থেকে অন্যজন যাকাত ও ফেতরা আদায় করতে পারেঃ

- জীবিত এবং সক্ষম কেউ যদি কাউকেও তার পক্ষ থেকে যাকাত বা ফেতরা আদায় করে দিতে বলে আর সে তা আদায় করে দেয় তবে তার যাকাত আদায় হ’য়ে যাবে ।

- জীবিত অক্ষম ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে তার অতীতের বকেয়া যাকাত, ফেতরা আদায় করে দিতে বলে এবং সে তা আদায় করে দেয় তবে তা আদায় হ’য়ে যাবে ।

- কেউ মৃত্যুর সময় তার জীবনের বকেয়া যাকাত ফেৎরা আদায় করার জন্য অসীয়ত করে গেলে তার সম্পদের ১/৩ অংশ থেকে তা আদায় করা যাবে । সম্পদের ১/৩ অংশ থেকে সদকার পরিমান সংকুলান না হলে বালেগ এবং স্বাভাবিক জ্ঞান সম্পন্ন ওয়ারিসরা ইচ্ছা করলে তাদের অংশ থেকে মৃতের বকেয়া যাকাত বা ফেৎরা আদায় করে দিতে পারে । আর মৃত্যুর সময় যদি এ ব্যাপারে কেউ কোন ওসীয়ত না করে আর ওয়ারিসরা নিজের উদ্যোগে মৃতের পক্ষ থেকে তার বকেয়া সদকাদি আদায় করে দেয় তবে মনে মনে এমন ধারনা রাখতে হবে যে আল্লাহ্ পাক এই সদকা সমূহ কবুল করে নেবেন ।

নিসাব পরিমান বিষয় সম্পদের মালিক হওয়া স্বত্বেও কেউ যদি যাকাত আদায় না করে, তার সম্পর্কে কুর'আনে কঠিন হুঁশিয়ারী উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলছেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَوَالْفِضَّةَوَ لَايُنْفِقُوْ نَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَبَشِّرْ هُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَا

هُهُمْوَ جُنُوْبُهُمْوَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَ نْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

সূরা তাওবা - ৩৪-৩৫ ।

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও । যা সেদিন ঘটবে, যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে , অতঃপর ওগুলো দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, (আর বলা হবে) এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর ।

যারা যাকাত আদায় না করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এমন শক্ত আজাবের কথা উল্লেখ করেছেন যে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায় । যেমন হাদিসে আছে যে সেচ্ছায় যদি কেউ এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয় তবে সে আর মুসলমানই থাকেনা । ইমাম আহ্মদ হাম্বল (রঃ) এর মাযহাবে এমন কাউকে কতল করে দেবার নির্দেশ রয়েছে । নামাযের মত যাকাত এবং ফেতরাও আল্লাহ্ পাকের আরো দুটি ফরজ হুকুম যা খুশী মনে আদায় করা আমাদের সবার জন্য একান্ত কর্তব্য । এ ছাড়াও আল্লাহ্ পাক যাকে যে রকম সামর্থ দিয়েছেন সে অনুযায়ী নফল দান খয়রাত করারও যথেষ্ট মর্তবা আছে । নফল সদকা দুই রকম হতে পারে যেমন গরীব মিশকীনকে দান করা আর আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা । গরীবকে দান করার সোয়াব ১০ গুন থেকে ৭০০ গুন পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্র রাস্তায় খরচের সোয়াব শুরুই হয় ৭০০ গুন থেকে আর শেষের কোন সীমানা নাই যা বাড়তেই থাকে সদকা কারীর মনের একাগ্রতার সাথে সাথে । যেমন আল্লাহ্ পাক বলেছেন তোমাদের কুরবানীর গোশ্তের টুকরা আমার কাছে পৌঁছায় না । আমার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া আর অন্তরের অবস্থা ।

অতীতের সব বড় বড় সম্পদশালী এই নস্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন । তাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পদ তাদের কোনই কাজে আসেনি । আর আজ আমরা আমাদের বিশাল সম্পদের খুব সামান্যই ভোগ করার ক্ষমতা রাখি । সম্পদের প্রাচুর্য ভোগ বিলাসের সীমানা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দেয় না । এ ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন নই, বরং এ ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের প্রাচুর্য দানকারী ঐ স্বত্বারই মুখাপেক্ষী । এই সম্পদ আগ্লে রাখার খেয়াল আমাদের কতদিনের, আমরা সময় থাকতে এর মায়া ত্যাগ করতে না পারলেও অতি স্বত্তরই সে আমাদের ত্যাগ করবেই । তাই যত তাড়াতাড়ী এই সম্পদ দানকারী সেই মহান স্বত্বার কথামত এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের মন মানষিকতাকে তৈরী করে নিতে পারবো আমাদের জন্য ততই মঙ্গল । আসুন আমাদের মন যার কব্জায় সেই আল্লাহ্র কাছেই আব্দার করি তিনি যেন আমাদের মন থেকে পার্থিব বিষয় সম্পদের আকর্ষন উঠিয়ে নেন আর এই ক্ষনস্থায়ী সম্পদের নিয়মতান্ত্রিক সদকা খয়রাতের মাধ্যমে যেন ওগুলোকে আমরা আখেরাতের স্থায়ী সম্পদে পরিণত করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি ।

http://nazam.virtualave.net/islamitex.html

২১০৪-১০ টিস্ডেল প্লেস
১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০১
১৭ জিলক্বদ, ১৪২১
২৮ মাঘ, ১৪০৭ ।